গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
রক্ষণাবেক্ষণ অধিশাখা

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের পিএমপি (সেতু-মেজর) কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্তির লক্ষ্যে ব্রীজ/কালভার্টের অগ্রাধিকার তালিকা চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখঃ ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
সময়ঃ বিকাল ০৩.০০ ঘটিকা
স্থানঃ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাকক্ষ
উপস্থিতিঃ পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়কে সভার বিষয়বস্তু উপস্থাপনের অনুরোধ জানান। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে অবহিত করেন যে, পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম (পিএমপি) খাতে গৃহীত কর্মসূচী যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতি অর্থ বছরে অগ্রাধিকার তালিকা অনুমোদন করা হয়ে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যে পিএমপি (সড়ক-মেজর) খাতে কর্মসূচী অনুমোদন করা হয়েছে। একইভাবে পিএমপি (সেতু-মেজর) খাতে কর্মসূচী চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে অদ্যকার সভা। তিনি উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ)কে জোন ভিত্তিক তথ্য উপস্থাপনের অনুরোধ জানান। উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ) সভাকে অবহিত করেন যে, ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের পিএমপি (ব্রীজ/কালভার্ট) এর অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়নের নিমিত্ত নিম্নোক্ত ০৬(ছয়)টি শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে প্রতিটি সড়ক জোনে ১৫.০০ (পনের) কোটি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে ব্রীজ/কালভার্টের অগ্রাধিকার তালিকা প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়:

শর্তসমূহঃ

(ক) এ বিভাগের আওতাধীন জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়কে অবস্থিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এমন সেতুসমূহকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে;
(খ) প্রতি সড়ক জোনে ১৫(পনের) কোটি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে ব্রীজ/কালভার্টের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে;
(গ) সেতু নির্বাচন কালে যে কোন ধরনের দ্বৈততা পরিহার করতে হবে;
(ঘ) কোন প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত আছে কিংবা ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন বা ডিপিপি প্রনীত হয়েছে এমন সেতু/কালভার্ট প্রস্তাবে অন্তর্ভূক্ত করা যাবে না;
(ঙ) প্রস্তাবে মহাসড়কের নাম, সেতুর নাম, সেতুর দৈর্ঘ্য, প্রসস্ততা, অবস্থান (চেইনেজ ও স্থানীয় নামসহ) এবং পূন:নির্মাণ হলে পূর্বতন সেতুটির নির্মাণকারী অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা/স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির নাম এবং নির্মাণ সাল সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।
(চ) সেতু বা কালভার্টসমূহের ডিজাইন সংশ্লিষ্ট ডিজাইন ইউনিট হতে সংগ্রহ করতে হবে। ডিজাইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সেতুর প্রশস্ততা কমপক্ষে ১০.২৫ মিটার ধরে ডিজাইন প্রণয়ন করতে হবে। অধিকন্তু সংশ্লিষ্ট চ্যানেলের পানি প্রবাহের উপর ভিত্তিকরে সেতু/কালভার্টের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ধারণ করতে হবে। পূর্বের দৈর্ঘ্য কোনো অবস্থাতেই হ্রাস করা যাবে না।

০২. উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ) আরো বলেন যে, ১৫ (পনের) কোটি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে ১০টি সড়ক জোন হতে মোট ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) কোটি টাকার প্রস্তাব পাওয়া যেত। কিন্ত অধিকাংশ সড়ক জোন এ নির্দেশনাটি প্রতিপালন না করে প্রস্তাব প্রেরণ করায় ১০টি সড়ক জোন হতে মোট ২৫৬.৫৫ কোটি টাকার ১৭৭টি প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে। তম্মধ্যে ২৩টি সেতু, ১১৫টি কালভার্ট রয়েছে ।

১০টি সড়ক জোন হতে ব্রীজ/কালভার্টের যে অগ্রাধিকার তালিকা পাওয়া গেছে তার বিবরণী নিম্নরূপ:

ক্রম	সড়ক জোনের নাম	কর্মসূচীর সংখ্যা			প্রস্তাবিত কাজের প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	পিএমপি (ব্রীজ/কালভার্ট-মেজর) খাতে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের ক্যারিওভার কাজের মূল্য (লক্ষ টাকা)
		ব্রীজ	কালভার্ট	ফুটওভার ব্রীজ		
১	ঢাকা	২	১৫	-	২৯৮১.৮৭	৩২৪০.০০
২	ময়মনসিংহ	-	১৯	-	১৯৫৬.৫৭	৩৩০০.০০
৩	কুমিল্লা	-	২১	-	২১৫২.৫০	৮১৭.০০
৪	চট্টগ্রাম	৩	-	-	২৫২৮.০০	১৭৯৬.০০
৫	সিলেট	৪	১২	-	৩৮২৩.২০	১১৬৬.০০
৬	রাজশাহী	৪	১৪	-	২৪৬২.০০	১১৭৮.০০
৭	রংপুর	৪	০৯	-	৩৩৭৩.১৬	২০৩৪.০০
৮	বরিশাল	২	-	-	১৮৯৩.৯২	১২৭৮.০০
৯	খুলনা	২	২৪	-	২৯৮৪.৩৮	১৬০৯.০০

পূর্ব পৃষ্ঠা হতে-

০৩. উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ) সভাকে অবহিত করেন যে, ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে পিএমপি (সেতু-মেজর) এ বরাদ্দ ছিল ১৬০.০০ কোটি টাকা এবং চলতি ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১৬০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তাছাড়া বিগত ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন ১০টি সড়ক জোনে ২২৬.৭২ কোটি টাকার কর্মসূচী অনুমোদন প্রদান করা হয়েছিল এবং ১০টি সড়ক জোনে পূর্বের অর্থবছর হতে ক্যারিওভার রয়েছে ১৭৪.৫৪ কোটি টাকা। ফলে বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে কর্মসূচী অনুমোদন করতে হবে।

০৪. এ পর্যায়ে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সড়ক জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীগণকে জোনভিত্তিক ক্যারিওভার ও প্রেরিত প্রস্তাব উপস্থাপনের অনুরোধ জানান। অতিরিক্ত প্রকৌশলীগণ পর্যায়ক্রমে ক্যারিওভার এবং প্রস্তাবিত কর্মসূচীর তথ্য উপস্থাপন করেন। ক্যারিওভার ও প্রস্তাবিত কর্মসূচী বিবেচনায় করে বরাদ্দ ও অনুমোদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

০৫. সিদ্ধান্ত:

(ক) ক্যারিওভার ও প্রস্তাবিত কর্মসূচী বিবেচনায় ঢাকা সড়ক জোনে ৩৫ কোটি, ময়মনসিংহ সড়ক জোনে ২৫ কোটি, কুমিল্লা সড়ক জোনে ১৫ কোটি, চট্টগ্রাম সড়ক জোনে ১৭ কোটি, সিলেট সড়ক জোনে ২১ কোটি, রাজশাহী সড়ক জোনে ১৬ কোটি, রংপুর সড়ক জোনে ২৭ কোটি, বরিশাল সড়ক জোনে ১০ কোটি, খুলনা সড়ক জোনে ২২ কোটি এবং গোপালগঞ্জ সড়ক জোনে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখতে হবে; এবং

(খ) ১০ টি সড়ক জোন হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবিত সকল কর্মসূচী অনুমোদন করতে হবে।

০৬. আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি সককে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
০১/১০/২০১৮
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব

স্মারক নং-৩৫.০০.০০০০.০১৫.১৪.১১৭.১৮-৬০০

তারিখ: ২২ আশ্বিন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ০৭ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

বিতরণ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
৩. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট/উন্নয়ন/সম্পত্তি/আরবান ট্রান্সপোর্ট/আইন), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
৪. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক জোন, ঢাকা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/খুলনা/গোপালগঞ্জ/কুমিল্লা/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ/রাজশাহী।
৫. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উইং, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৬. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রক্ষণাবেক্ষণ সার্কেল/এইচডিএম সার্কেল, সওজ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, পিরিয়ডিক মেইটেন্যান্স-১ ও ২, সওজ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।

অনুলিপি:

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
২. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (নোটিশটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩. অফিস কপি/মাস্টার কপি।

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
◈ সিস্টেম এনালিষ্ট (বিআরটিসি)/ সিনিয়র প্রোগ্রামার (সওজ)
◈ প্রোগ্রামার (বিআরটিএ)
◈ সহকারী প্রোগ্রামার (ডিএমটিসিএল)
◈ সঃ মেঃ ইঞ্জিঃ (ডিটিসিএ/সওজ)
◈ নথি
ডাইরি নং- ২৬৩
তারিখঃ- ০৭.১০.১৮

০৭.১০.১৮
(মোহাম্মদ ফারুক হোসেন)
উপসচিব
ফোন :৯৫১৪০৭৫
dsmaintenance@rthd.gov.bd